চিকিৎসায় অবহেলা

২০০১ সালে আসক থেকে 'ডাক্তারি অবহেলা' নামে একটি প্রকাশনা বের হয়। ২০০৮ সালে একই বিষয়ের ওপর আসক-এর দ্বিতীয় প্রকাশনা– 'চিকিৎসায় অবহেলা'। নতুন এ প্রকাশনায় যোগ হয়েছে বেশ কিছু লেখাপত্র, যেখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এর আইনগত দিকগুলো।

প্রতিবেদন
বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাধারণ অবস্থাটি কি, পাঠকের সামনে তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য এই অধ্যায়ে আসক-এর তদন্তকারীরা চিকিৎসায় অবহেলা বিষয়ে যেসব তথ্যানুসন্ধান (১৯৯৮-২০০৩ এর মধ্যে) চালিয়েছে তার থেকে নির্বাচিত ১৭টি প্রতিবেদন কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

সরেজমিন
সরেজমিন অধ্যায়ে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সরকারি চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে চারটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে। 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চব্বিশ ঘণ্টা', 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শাসন করে যারা' ও 'বিবেকহীন ডাক্তারেরা' নামক তিনটি প্রতিবেদন ইংরেজি দৈনিক নিউএজ থেকে তর্জমাসহ পুর্নমুদ্রিত। অপরটি হলো 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা বর্জ্য: ৬ দিনের পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক আসক প্রতিবেদন।

প্রবন্ধ
এই অধ্যায়ে এসব বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। 'চিকিৎসায় অবহেলা' শীর্ষক প্রবন্ধে চিকিৎসায় অবহেলা বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিভিনড়ব দিক ও আঙ্গিক থেকে। 'চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবহেলা: প্রচলিত আইনে প্রতিকার পর্যাপ্ত নয়' প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত বিভিনড়ব আইনে চিকিৎসায় অবহেলার বিরুদ্ধে যেসব প্রতিকার পাওয়া যায় সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আছে, 'মেডিকেল প্রাকটিস এন্ড প্রাইভেট ক্লিনিক এন্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২' শিরোনামে একটি আইন পর্যালোচনা; 'জনস্বার্থে মামলা: একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক মামলা পর্যালোচনা এবং 'চিকিৎসায় অবহেলা: আইনগত সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশ' শীর্ষক প্রবন্ধ।

সাক্ষাৎকার
এ পর্বে আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এ কে এম শামসুল ইসলাম, বিএমএ-র প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক রশিদ-ই মাহবুব এবং অপেক্ষাকৃত নবীন চিকিৎসক জিনাত সুলতানার সাক্ষাৎকার। তারা চিকিৎসায় অবহেলা সংক্রান্ত বিভিনড়ব তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয় নিয়ে মতামত পেশ করেছেন। অপর সাক্ষাৎকারটি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নিজামুল হক নাসিমের, যিনি দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসায় অবহেলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন।

পুস্তকের শেষাংশে সনিড়ববেশিত হয়েছে জুন ১৯৯৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৮ সময়কালে বিভিনড়ব জাতীয় দৈনিকে চিকিৎসায় অবহেলা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা একটি তথ্যচিত্র। পরিশিষ্টাকারে দেয়া হয়েছে রংপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন প্রয়োগে ৬ রোগীর মৃত্যু এবং ভোলার স্কুলছাত্র রুবেলের একমাত্র সচল কিডনি ফেলে দেয়ার মামলায় প্রদত্ত পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন।
মূল্য: ২০০ টাকা